জেএমবি'র উত্থান ও বিদেশী ষড়যন্ত্র

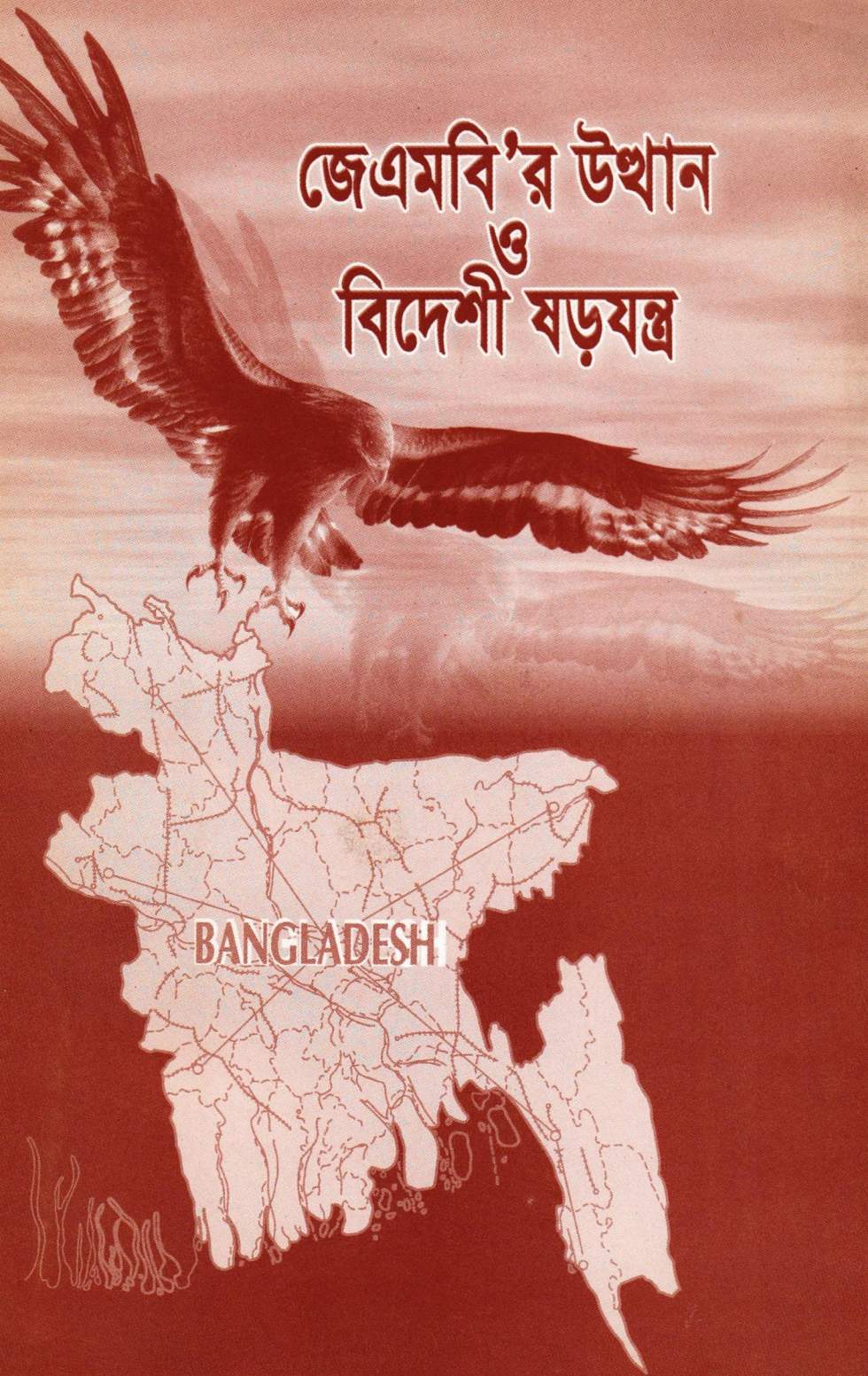

জেএমবি'র উত্থান
ও
বিদেশী ষড়যন্ত্র

দূরবীণ

www.pathagar.com

* জেএমবি'র উত্থান ও বিদেশী ষড়যন্ত্র নিবন্ধটি দৈনিক সংগ্রামে ৬ ই মে '০৭ সংখ্যায় 'চালুনি সূচেরে বলে তুই বড় ছেদা' শিরোনামে উপসম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয়।

জেএমবি'র উত্থান ও বিদেশী ষড়যন্ত্র

- দূরবীণ

প্রকাশকাল
মে- ২০০৭
জ্যৈষ্ঠ -১৪১৪
রবিউস সানি - ১৪২৮

মূল্য : নির্ধারিত ৪.০০ (চার) টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের একটি শক্তিশালী, উন্নত ও অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে বলে দেশ প্রেমিক জনতার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতোমধ্যে দেশটির উন্নতি ও অগ্রগতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহির্বিশ্বে সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একটি কূচক্রিমহল বাংলাদেশের এ উজ্জ্বল সম্ভাবনার অর্জনকে মোটেই বরদাশত করতে পারছে না। তাই তারা দেশটিতে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মানবতা মনুষ্যত্ব পরিপন্থি ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারা যেমন তথ্যবোমার মাধ্যমে দেশ প্রেমিক জনতাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত তেমনি সারাদেশে দফায় দফায় সিরিজ বোমা হামলা করে দেশটিকে একটি সন্ত্রাসী ও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বোমা হামলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে "ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা'র" কথা বলা হচ্ছে। একাজটি জেএমবি নামক একটি ধর্মীয় সংগঠন করে যাচ্ছে। কে এই জেএমবি, কী বা তাদের পরিচয়, কেনই বা তারা একাজ করছে? এসব নিয়ে দেশপ্রেমিক জনতার কৌতুহলের অন্তনেই।

বক্ষমান নিবন্ধটিতে লেখক বাংলাদেশে বোমা হামলাকারীদের পরিচয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। নিবন্ধটি দৈনিক সংগ্রামে ৬ই মে '০৭ উপসম্পাদকীয় কলামে 'চালুনি সূচেরে বলে তুই বড় ছেদা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

নিবন্ধটির সময়োপযোগীতা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো। আশা করি সচেতন দেশবাসী নিবন্ধটি থেকে বোমা-হামলাকারীদের নেপথ্য উদ্দেশ্য ও তাদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেএমবি'র উত্থান ও বিদেশী ষড়যন্ত্র

জেএমবি ভিন্ন নামে আবার আঘাত হেনেছে। আঘাতটা বড় নয়। বড় নয় এই অর্থে যে, তিনটি বোমার বিস্ফোরণ থেকে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। একজন আহত রিকশাওয়ালার একটা আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়েছে। এদিক থেকে আঘাতটি বড় না হলেও জাতীয় মনন ও মর্যাদার জন্য আঘাতটা বড় বলেই অনুভূত হয়েছে। সামান্য শক্তির তিনটি বোমা বিস্ফোরণ অসামান্যভাবে প্রচারিত হয়েছে গোটা বিশ্বে। ঘটনার হোতাদের সাথে আল কায়েদার নাম থাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নাজুক।

বাংলাদেশে এই নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টিই বোমাবাজির লক্ষ্য। এই বোমাবাজির আগে পত্র-পত্রিকায় আমরা তথ্য বোমাও দেখেছি। তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো। জেএমবির এটাই লক্ষ্য। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হোতারাও বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলাকে নাজুক দেখিয়ে ঐ একই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। জেএমবি তার লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার যে কথা বলে সেটা তাদের একটা মুখোশ। পরিকল্পিতভাবে এই শ্লোগান তারা মুখে তুলে নিয়েছে বা তাদের মুখে তুলে দেয়া হয়েছে তাদের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য। গোটা ইসলামের ইতিহাসে বোমা মেরে বা লোক হত্যা করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন ঘটনা নেই। আইন প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন অথরিটি দরকার। বৈধ ও স্বীকৃত শাসন অথরিটিই আইন প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লাহর রসূল (সা.) কলেমার দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের শাসন-অথরিটি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন, যা মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী এই শাসন-অথরিটি প্রতিষ্ঠার কাজ ইসলামের ইতিহাসে হাজারো দেখা যাবে। কিন্তু লোক মেরে বোমা ফেলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। আল কোরআনে যেখানে শত্রু বা শত্রু জাতির প্রতিও অবিচার বা সীমা লংঘনকে অবৈধ করা হয়েছে, সেখানে ইসলামের নামে কেউ মানুষের ওপর, দেশের ওপর বোমা ফেলতে পারে কি করে? পারেনা। অবশ্য তারা পারে যারা ইসলামের নামে খারাপ কাজ করে ইসলামের বদনাম করতে চায়।

জেএমবি তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামের মুখোশ পরেছে কেন? পরেছে নয়, প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মুখোশ তাদের পরানো হয়েছে। এটা আজকের সময়ের একটা সুপরিকল্পিত কূটনীতি। আমরা কেউ ভুলিনি, এক সময় কম্যুনিজম ছিল পশ্চিমা একটা পক্ষের সকল আক্রমণের টার্গেট। উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের সকল বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে কম্যুনিস্ট তৎপরতার হাত আবিষ্কার করা হতো। সন্দেহ নেই, এ সবের অনেকগুলোর সাথেই কম্যুনিস্টরা বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু সবগুলোর সাথে ছিল, একথা সত্য নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ্যাকশন নেয়াকে সহজ করার জন্য সবকিছুকে কম্যুনিস্টদের সাথে ব্র্যাকেটেড করা হতো। এমনকি ভুয়া কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি করে তাদের দ্বারা অপকর্ম করিয়ে আসল কম্যুনিস্ট পার্টিকে ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করা হতো। ইন্দোনেশিয়া এর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সিআইএ সেখানে ভূয়া কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরী করে তাদের দ্বারা আলট্রা চরমপন্থী শ্লোগান দিয়ে ও ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়ে আসল কম্যুনিস্ট পার্টিকে এর ফাঁদে ফেলে একে ধ্বংস করা হয়েছিল। কম্যুনিজমের পতনের পর আজ ইসলাম হয়েছে অনেকেরই টার্গেট। যে কূটনীতিকে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হতো, তা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কূটনৈতিক কার্যক্রমের একটি হলো, জ্ঞানহীন আবেগগ্রস্ত মুসলিম অথবা ভুয়া ইসলামিস্টদের মুখে সস্তা শ্লোগান এবং হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দিয়ে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের উপর সন্ত্রাসী হওয়ার অভিযোগ আনা। পৃথিবীর অনেক ভুয়া ইসলামিস্টদের মত জেএমবিও ইসলামের শত্রুদের এই কূটনীতিরই সৃষ্টি।

জেএমবির বিশেষ বিদেশী লিংক এর একটা প্রমাণ। লক্ষণীয়, এবার জেএমবি কাদিয়ানী ও এনজিও বিরোধী যে হিংসাৱক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে, সেটা ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ

www.pathagar.com

যোগসাজশ কিংবা তাদের হাতে ক্রীড়নক হবার একটা বড় প্রমাণ। দুনিয়ার কোন দেশে কোথাও কোন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা কোন ধর্ম পরিচয় নেয়াকে ও নিছক এনজিও সদস্য হওয়াকে কারও অপরাধ হিসেবে ধরে তাদের বিরুদ্ধে হিংসাৱক কর্মসূচি নেয়নি, নেয়াকে বৈধ মনে করেনি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের মহান ইমেজকে কলঙ্কিত করার জন্যই ইসলামের শত্রুরা ইদানীং মুসলিম নামের কিছু লোককে তথাকথিত ইসলামপন্থী সাজিয়ে তাদের হাতে এই ধরনের মানবতা বিরোধী হিংসাৱক কর্মসূচি তুলে দিচ্ছে। জেএমবি বাইরের ও বিজাতীয় এই ষড়যন্ত্রেরই ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

জেএমবিকে ইসলামের পরিচয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে উদ্ভব ঘটানোর পেছনে এই ষড়যন্ত্রকারীরা কারা? এই প্রশ্নের সহজ জবাব সম্ভব নয়। কারণ, এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারীরা সব সময় নেপথ্যে থাকে, মুখোশ খুলে সামনে আসে না। এরা মাধ্যম ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধন করে। এই মাধ্যমদের এমনভাবে বাছাই করা হয়, যাতে তারা টার্গেটদের (জেএমবি'র মত বিবেচনাহীন আবেগগ্রস্ত মানুষ) নিঃসন্দেহ আস্থাভাজন হতে পারে। ষড়যন্ত্রকারীদের এ ধরনের মাধ্যমের সাথে জেএমবির গোপন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার খবর তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

জেএমবির অর্থের কিছুটা সৌদি আরব, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের কিছু সূত্র থেকে আসলেও অস্ত্র, ট্রেনিং ও পরিকল্পনা-পরামর্শ এসেছে কিছু ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে। এই ভারতীয় নাগরিকরাই মাধ্যম হিসেবে অস্ত্র, অর্থ ও ট্রেনিং দিয়ে জেএম বি'কে কাজে লাগিয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ২০০৬ পর্যন্ত জেএমবির যে অস্ত্র ধরা পড়েছে তা হলো, ১৯টি পাইপ গান, একটি রিভলভার, ৭ হাজার ৮৯৫টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ১০০টি নন-ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৩১০টি পাওয়ার জেল, ২২টি ওয়াটার জেল, ৫০ কেজি গান পাউডার, ১৩ কেজি হোয়াইট পাউডার, ২৭ কেজি এলুমিনিয়াম পাউডার, ৭৯ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ৪২ কেজি লিড অ্যাজাইড ও ৩৮ কেজি পটাসিয়াম নাইট্রেট। এর মধ্যে ওয়ান শুটার গান, ডেটোনেটর, পাওয়ার জেল, গান পাউডারের মত সব অস্ত্রই ভারত থেকে আসা। জঙ্গীদের মূল ট্রেনিংও ভারতেই হয়। এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ভারতকে

www.pathagar.com

জানানোও হয়েছে। বিডিআর-বিএসএফর দিল্লী বৈঠকের (২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ ২০০৬ অনুষ্ঠিত) বরাত দিয়ে যায়যায়দিন লিখে, "১৭ আগস্টের বোমা হামলার পরিকল্পনায় ইন্ডিয়ান মাওলানা মহসিন ভাদুড়িয়া, মিস্টার রামেশ্বর প্রসুনসহ আরো অনেকে জড়িত ছিল। ইন্ডিয়ার উত্তর চব্বিশ পরগনার মিস্টার রামেশ্বর প্রসুনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নয়টিরও বেশি ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিরোধী ট্রেনিং ক্যাম্প চালু আছে। ওইসব ক্যাম্পেই ১৭ আগস্টের (একই সাথে ৬৩ জেলায়) বোমা হামলার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন হয়।" (যায়যায়দিন, ৪ অক্টোবর, ২০০৫) গ্রেফতারকৃত ভারতীয় নাগরিক নাসিরউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিনের কাছ থেকে এসব তথ্য বাংলাদেশ পেয়েছে। এই ভারতীয়রা বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশে অবস্থান করে ইন্ডিয়ান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত ছিল বলেও যায়যায়দিন গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদ সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়। জেএমবির কাছ থেকে উদ্ধার করা পাওয়ার জেল, এক্সপ্লোসিভ ও ইলেক্ট্রনিক ডেটোনেটরগুলো ভারতের ঝাড়খন্ড কারখানা থেকে তৈরি। প্রতিকারের জন্যে এ তথ্যও ভারতকে জানানো হয়। জেএমবির সাথে জড়িত অর্ধডজনের বেশি ভারতীয়ের নাম এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, এদের কেউই এখনও ভারতে গ্রেফতার হয়নি। বাংলাদেশ জেএমবির শীর্ষ সব নেতাসহ তাদের সাতশ কর্মীকে গ্রেফতার করতে পেরেছে, কিন্তু ভারত জেএমবিকে অস্ত্র সরবরাহকারী, ট্রেনিংদানকারী কোন ভারতীয়কেই গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ জেএমবির সাথে ভারতীয় নাগরিকদের যোগসাজশের কথা বাংলাদেশের কাছে জানতে পেরে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, সে দেশে জঙ্গীদের তৎপরতা তাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, দিল্লীর আশঙ্কা ও এ্যাকশনের মধ্যে এই ফারাক কেন? এই আশঙ্কা প্রকাশ কি নিছকই লোক দেখানো, না এর মধ্যে দিল্লী-সরকার ও তার গোয়েন্দা বিভাগের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত না জানা না বুঝার কোন ব্যাপার আছে?

আছে এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ সরকারের আগে চলে, এটা দেখা গেছে। অবশ্য ঠিক আগে চলা একে বলে না, সেখানকার বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় দিক-নির্দেশনা বা মিশন সামনে

www.pathagar.com

রেখে কাজ করে যায়। দিল্লীর তখতে সরকার আসে সরকার যায়, এতে গোয়েন্দাদের এই কার্যধারার কোন ব্যত্যয় ঘটে না। আসা-যাওয়া সরকারের কাছে এই গোপন তৎপরতার অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যেতে পারে। এটাই সেখানে ঘটে আসছে। অনেক উদাহরণের মধ্যে সিকিম নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ 'র' এর অগ্রবর্তী ভূমিকার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। যাতে প্রমাণ হবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা তাদের সরকারের জানার বাইরেও অনেক কিছু করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা। এই সময় দিল্লী সরকার সিকিম নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা শুরু করার অনেক আগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সিকিম দখলের কাজ শুরু করে দেয়। ভারতীয় লেখক অশোক রাইনা তার বিখ্যাত 'ইনসাইড 'র' বইতে বিষয়টা এইভাবে শুরু করেছেন, "অপারেশন বাংলাদেশ শেষ। এক মাস পর একজন উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা 'র' প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয়ে হেঁটে সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেয়ার পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত-নীরব পরিবেশ তপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে। 'ভালো দেখিয়েছেন, কাজটা (অপারেশন বাংলাদেশ) ভালোভাবেই হয়েছে। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না 'এ আবার কি?' 'সিকিম' ভদ্রোমহোদয়গণ 'সিকিম'। দেখুন এ টার্গেট কি বের করতে পারেন। আপনারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে ২৪ মাস সময় পাবেন', অবশ্য সরকার যদি আদৌ কোন ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নেয়।' বাকি আলোচনায় সকলেই একটার পর একটা আশ্চর্যজনক অথচ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথাই শুনলেন। আর নতুন চিন্তার সূত্রগুলো সাজাতে লাগলেন গোয়েন্দা মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। অবশ্য ঐ ক্ষমতাবান কর্মকর্তার এটা কোন অফিসিয়াল সভা ছিল না বটে, তবুও সিকিম নিয়ে আন-অফিসিয়াল চিন্তা-ভাবনা এভাবেই শুরু।" (ইন সাইড 'র' পৃষ্ঠা-৭৫)

www.pathagar.com

এই আন-অফিসিয়াল সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই সিকিমকে অস্থিতিশীল করার কাজ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' শুরু করে দেয়। অশোক রাইনা লিখছেন, "অতঃপর সিকিমের চারটি জিলা সদর গ্যাংটক, মাঙ্গান, নামচিত্ত, গিয়ালসিং-এর 'র'-এর এজেন্টদের অনুপ্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে অপারেশনাল তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল এবং ভারতকে যদি মাঠে নামতেই হয় তবে যেন সবকিছু গুছানো পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করার চেষ্টায় রইল। আগন্তুক কর্মকর্তার সাথে 'র' সদর দপ্তরে সেই 'চারজন 'র' কর্মকর্তার সেই আলাপচারিতার আঠার মাসের মধ্যে 'র' এর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়। এখন শুধু মাঠে নামার পালা। এ সবের পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 'সিকিম অপারেশন সম্পর্কে অবহিত করা হয়।" (ইনসাইড 'র' ৭৮)

সিকিমের এই দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, 'সিকিম অপারেশন-এর সব প্রস্তুতি শেষ করার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে জানানো হয়। সুতরাং দিল্লী সরকারের অজান্তেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের জেএমবি'কে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ এবং ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বা করতে পারে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ভারতীয় কারখানার স্পর্শকাতর সামরিক উপকরণ পাওয়ার জেল, ডেটোনেটরের মত দ্রব্যের বিপুল সরবরাহ মুসলিম নামের ঐসব অজ্ঞাত, অখ্যাত কিছু ভারতীয় নিজেরাই করেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আগের আলোচনায় ফিরে আসি। জেএমবি'র ইতিপূর্বেকার বোমাবাজি, বিচারক হত্যা, নতুন করে তিনটি স্থানে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, সর্বহারাদের সন্ত্রাস সবকিছুরই লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলা এবং নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করা। লক্ষণীয়, জেএমবি ও সর্বহারাদের সন্ত্রাস শুধু নয়, নির্বাচনের মুখে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত হতেও দেখেছি। সেনাবাহিনী এগিয়ে না এলে রাজনৈতিক বিপর্যয় গোটা দেশকেই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিত। এই

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রকাশ্য একটা রাজনৈতিক কারণ আছে, কিন্তু অপ্রকাশ্য কোন কারণ ছিল কিনা, প্রকাশ্য মঞ্চ-নটদের আমরা সকলেই চিনি, কিন্তু নেপথ্যে কোন নট-নটি ছিল কিনা, থাকলে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, এসব বিষয়ে অনুসন্ধান এখনো হয়নি।

দুর্নীতির বিষয়টা আমাদের এমনভাবেই গ্রাস করেছে যে তার বাইরে আমরা যেন কিছুই দেখছি না। নৈরাজ্য সৃষ্টির গোটা ব্যাপারের নেপথ্যটা আমাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে। তবে একথা খুবই সত্য যে, দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রেরও প্রথম টার্গেট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটানো। ষড়যন্ত্রের এই টার্গেট অনুসারে বিপর্যয় ঘটে যায় আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই বিপর্যয় আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জরুরি অবস্থা ভেঙে পড়া শাসনব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার নৈরাজ্য থেকে দেশকে ফিরিয়ে এনেছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার স্বাভাবিকতায় এখনও ফিরে যেতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতেই দেশের তিনটি স্থানে একই সাথে জেএমবি'র বোমা বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে বসেছে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ সন্নিহিত তার জেলাগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে বাংলাদেশের সন্ত্রাস যেন তাদের দেশের শান্তিতে কোন বিঘ্ন না ঘটায়। তারা বুঝাতে চাচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নাজুক ও অস্থিতিশীল। এ মন্তব্য সম্পর্কেই আমার ঘোর আপত্তি। ভারত আপত্তিকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ আগেও করেছে। ২১ শে আগষ্টের শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ও বেশ কয়জন লোক নিহত হওয়ার ঘটনার পর একে ভারত এমন নৈরাজ্যকর হিসেবে দেখেছিল যে, ভারতের একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল পত্রিকা বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর সুপারিশ করেছিল। ৬৩টি জেলার বোমা বিস্ফোরণের পর ভারত একে তাদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হিসেবে দেখেছিল। ভারতের India Today বাংলাদেশকে। 'hatchery for terrorist groups and unsurgents' উল্লেখ করে সুপারিশ করেছিল যে, 'India need to act tough with its errant neighbour'

www.pathagar.com

'errant neighbour' বলার মাধ্যমে India Today বাংলাদেশকে 'পতিত' বা 'ব্যার্থ' রাষ্ট্র বলে অভিহিত করে ভারত সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব খুবই আপত্তিকর এবং তাদের মিডিয়ার বক্তব্য একেবারেই শত্রুসুলভ অতিকথন। জেএমবি তার বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা এই অপপ্রচারই চেয়েছে কিংবা এই অপপ্রচারের সুযোগ নেয়ার জন্যেই তাদেরকে এই বোমাবাজী করা হলো। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে কিছু বোমা ফুটলেই কি কোন দেশ 'পতিত বা ব্যর্থ হয়ে যায়? ৬৩ জেলায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে কি বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে শামাল দেয়নি? জঙ্গী দমনে বাংলাদেশের যে সাফল্য, যেভাবে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জেএমবি জঙ্গী ও সর্বহারা সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করছে, তাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার দিকে ভারতের আঙুল উঁচানো 'চালুনি সূচেরে বলে তুই বড় ছেদা' প্রবাদ বাক্যের মতই লাগে শুনতে।

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত এবং আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতাও ভারতের তুলনায় চোখে পড়ার মত। ভারতে সন্ত্রাসী ঘটনা এবং এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আতংকজনক। সেখানে প্রতি ১৬ মিনিটে একটি খুন এবং প্রতি ২৯ মিনিটে ১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বড় সন্ত্রাসী ঘটনা চিত্র আরও ভয়াবহ। গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় ভারতে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ২১০ জন। এর মধ্যে পুলিশের সংখ্যাই ৭৬ জন। জানুয়ারিতে এক গেরিলা হামলায় আসামে ৫৫ জন নিহত হয়। ফেব্রুয়ারিতে দুইটি গেরিলা হামলার ঘটনায় মনিপুরে নিহত হয় ২১ জন পুলিশ। ফেব্রুয়ারিতেই ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ৬৬ জন। মার্চে তিনটি বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। দিল্লীতে একজন পুলিশ কর্মকর্তার গুলীতে তার পাঁচজন সহকর্মী নিহত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ১৩ জন কৃষক। মার্চ মাসেই ছত্তিশগড়ে একটি থানায় মাওবাদী আক্রমণে

www.pathagar.com

৫০ পুলিশ নিহত হয়। ভারতে সন্ত্রাসী ঘটনা শুধু এই কয়েক মাসের নয়। বহুদিন ধরে সেখানে চলছে এই প্রবণতা।

২০০৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লী থেকে জয়ন্ত ঘোষাল 'নকশাল সদস্য ৩ লক্ষাধিক, সশস্ত্র ক্যাডার ৭ হাজার' শীর্ষক এক রিপোর্টে বলেন, 'বিভিন্ন নকশাল সংগঠনের শাখাগুলোর সদস্য সংখ্যা এখন তিন লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এর মধ্যে সাবেক জনযুদ্ধের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং এমসিসির ৭৫ হাজার।... অন্ধ্রের নাল্লামাল্লা জঙ্গল এবং দন্তকারণ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা-ঝাড়খন্ডের সংযোগ স্থলে নকশালরা আরও একটি গেরিলা অঞ্চল তৈরির চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের নকশালেরা জলপাইগুড়িতে একটি রাজনৈতিক সেল তৈরির চেষ্টা করছে। এছাড়া মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর দিয়ে নেপাল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগের একটি নিরাপদ করিডোর তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।..... এই মুহূর্তে দেশের ১২৬টি জেলাকে নকশাল প্রভাবিত বলে মনে করছে কেন্দ্র। নিজেদের প্রভাব বাড়াতে আরও ৩১টি জেলায় তারা ঢোকার চেষ্টা করছে। ১১টি রাজ্যে মোট ৮০টি জেলা থেকে এখন সব থেকে বেশি হিংসাৰক ঘটনার খবর আসছে।.... ২০০২-০৩ সালে সারাদেশে ১৬০১টি হিংসাৰক ঘটনায় ৫৭২ জনের মৃত্যু হয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

এই একই তারিখে আসামের শিলচর থেকে পাঠানো উত্তম সাহার একটি দীর্ঘ রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। সে রিপোর্টের ভূমিকাই ছিল এই রকম, "হাফলং থেকে ১২২ কিলোমিটার গেলে দয়ামুখ, যেখানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং কার্বি আংলং বিভাজিত হয়েছে, সেখান থেকে জঙ্গলের পথ ধরে তিন কিলোমিটার এগোলে 'নো এন্ট্রি জোন। পুরোপুরি সামরিক কায়দায় এসএলআর, এম-১৬, একে-৮, একে-৫৬ নিয়ে ঘোরাফেরা করছে ২০ থেকে ২৫ এর একদল চোয়াল শক্ত করা যুবক।" এই রিপোর্টের ১ বছর পর ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবরে 'India Today' এই ধরনের আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট ছিল শুধু নকশাল তৎপরতার ওপর। এ রিপোর্টে বলা হয়, নকশাল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ১৬৫টি জেলা। ২০০৬ সালে নকশালরা

www.pathagar.com

৯৩০টি হামলা চালায়। প্রায় ১১শ'র মত লোক নিহত হয়। মারা যায় ৫০০ নকশাল। পুলিশ নিহত হয় ১৩০ জন। নকশাল তৎপরতা রোধে দিল্লী সরকারকে খরচ করতে হয় ৮০০ কোটি টাকা। উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০০২, ২০০৩ সালে সন্ত্রাসী ঘটনায় মোট নিহত ৫৭২ জন, কিন্তু এক ২০০৬ সালেই নিহত ১০৭২ জন। ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান ভালোর দিকে নয়। মাত্র তিন মাসের ৭টি বড় সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২১০ জন। এই তিন মাসে পুলিশ নিহত হওয়ার সংখ্যা ৭৬ জন। অথচ ২০০৬ সালে ১২ মাসে পুলিশ নিহত হয় ১৩০ জন। অন্যদিকে ২০০৩ সালের দিকে নকশাল প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ছিল ১২৬, গত ২০০৬ সালে এই সংখ্যা উন্নীত হয় ১৬৫ টিতে। অতএব সেখানে পরিস্থিতি ভালোর দিকে নয়, খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই অবস্থাতেও যদি ভারতকে 'পতিত', 'ব্যর্থ রাষ্ট্র না বলা হয়, তাহলে বাংলাদেশকে বলা হবে কেন? জাতিগত অসন্তোষ, বিদ্রোহ, দারিদ্র্যজনিত কারণে সোসিয়াল সেক্টরের বেহাল অবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়, ধর্মীয় সংঘাত, ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে ভারতের রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ হলেও উল্টো বাংলাদেশের ঘাড়ের ওপর অকার্যকর রাষ্ট্রের বদনাম চাপাবার চেষ্টা করা হয় কেন?

আসলে বাংলাদেশ অপপ্রচারের শিকার। এই অপপ্রচারে ইন্ধন দিচ্ছে বাংলাদেশেরই একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা। অন্যদিকে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কালিদাসের মত যে ডালে বসে সে ডালেরই গোড়া কাটার চেষ্টা করছে। নিরাময় ব্যবস্থাকে ব্যধি হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে তারা। গত পরশু (৪ মে ২০০৭) একজন শীর্ষ আইনজীবী এবং সিপিডির অন্য একজন শীর্ষ নেতা একটা টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বললেন, ধর্মের নামে জঙ্গী উত্থান বন্ধ করতে হলে দেশের ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে, দৈত্যরা নাকি সত্য যা তার উল্টো কথা বলে। এই বুদ্ধিজীবীরা দৈত্য বংশীয় অবশ্যই নয়। তবে তাদের এই কথা সত্যের একেবারেই উল্টো। ধর্মীয় জঙ্গীবাদ-চিন্তাকে নির্মূল করার জন্যে বরং ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে আজ আরও শক্তিশালী করা দরকার। সকলেই জানেন, জঙ্গীপনা গণতান্ত্রিক চিন্তার বিপরীত। অনুরূপভাবে ধর্মের নামে জঙ্গীপনাও ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির

www.pathagar.com

একেবারেই খেলাফ। ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারণা যত শক্তিশালী হবে, যত বিকশিত হবে, ধর্মীয় জঙ্গীবাদের ততই বিলয় ঘটবে। সুতরাং জংঙ্গীবাদ-চিন্তার উচ্ছেদের জন্যে জামায়াতে ইসলামীর মত গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে আরও শক্তিশালি করতে হবে। এই সাদা কথাটা উল্লেখিত শীর্ষ বুদ্ধিজীবীরা জানেন না তা নয়। তাদের এই উল্টো কথা বলাটা, আমি বলতে চাই, একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। ষড়যন্ত্রটা হলো, ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে সামনে এনে, একে অজুহাত সাজিয়ে ইসলামের অবস্থান ও উত্থানের ওপর আঘাত হানা। জেএমবিকে যারা তৈরী করেছে এবং অস্ত্র দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে, অর্থ দিয়ে মদদ দিচ্ছে, তাদের লক্ষ্য এটাই। আমাদের ঐ বুদ্ধিজীবীরাও এই লক্ষ্যেই উল্টো কথাগুলো বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলতে হয়, বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদকে উস্কে দেয়া বা লেলিয়ে দেয়ার মধ্যে ভারতের একটা ঐতিহাসিক স্বার্থ আছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে সামনে এনে ইসলামকে কলংকিত করে এবং একে বিপজ্জনক অভিহিত করে যদি এখানকার ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও জনগণের ইসলামী চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়, তাহলে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের যুক্তি ও ভিত্তিকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলা যাবে এবং তাতে বাংলাদেশ- রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীক ভিত্তিরও ধীরে ধীরে বিলয় ঘটবে। যার ফলে বাংলাদেশ সিকিম হওয়ার পথে অলংঘনীয় কোন বাধা আর থাকবে না। বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে মদদ দেয়াকে ভারত এই কারণেও অপরিহার্য মনে করতে পারে।

যারা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক বলছেন কিংবা আমাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে নাজুক বলে অভিহিত করেছেন এবং বাংলাদেশকে 'পতিত' ও ব্যার্থ বলতে চাচ্ছেন, তারা সত্য কথা বলছেন না। এমন কথা বলছেন কেন তারা? বলার পেছনে মতলব আছে। বাইরের যারা বলছেন, তারা বাংলাদেশকে চাপে রাখতে চান বা চাপে ফেলতে চান যাতে তারা বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধ করতে পারেনি। আর ভেতর থেকে যারা বলছেন বা বলবেন, তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে বাংলাদেশের ..... ভিত্তিকে দুর্বল করা ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রে উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত করে তোলা। বাইরেরও কেউ কেউ এটা চায়

www.pathagar.com

বাংলাদেশে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। এদের কারও চাওয়াই সফল হবে না ইনশায়াল্লাহ। ৬৩টি জেলায় এক যোগে বোমা বিস্ফোরণের পর উদ্ভূত সংকট বাংলাদেশ যোগ্যতার সাথে যেভাবে কাটিয়ে উঠেছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যকর যে সংকট দেশকে গ্রাস করে, সে সংকট যেভাবে বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, গণতন্ত্রে উত্তরণের পথেও যে বাধা আসবে তাকেও বাংলাদেশ এইভাবেই টপকে যাবে।

www.pathagar.com

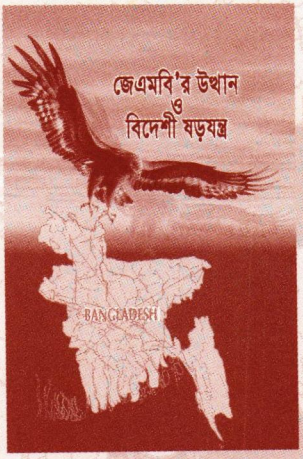
জেএমবি'র উত্থান
ও
বিদেশী ষড়যন্ত্র
BANGLADESH